দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 JUL 2017

এইচএসসিতে ভালো ফলাফল করায় আনন্দে মেতে উঠে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের শিক্ষার্থীরা —**ইত্তেফাক**

ভালো ফলাফলে উচ্ছ্বসিত নটর ডেম কলেজের শিক্ষার্থীরা

কলেজে কলেজে উল্লাস

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গতকাল এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ভালো ফলাফল করায় উল্লাসে ফেটে পড়ে রাজধানীর বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা। হাসি-গানে মুখরিত হয়ে ওঠে কলেজ আঙিনা। এ সময় আনন্দ প্রকাশ করেন শিক্ষক ও অভিভাবকরাও।

নটর ডেম কলেজ: এবার এইচএসসি পরীক্ষায় নটর ডেম কলেজে পাসের হার ৯৯ দশমিক ২৫ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ৫৭ জন। নটর ডেম কলেজ থেকে এবার ৩ হাজার ৮৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। পাস করেছে ৩ হাজার ৫৪ জন। অকৃতকার্য হয়েছে ২৩ জন। আর অনুপস্থিত ছিল ১২ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অংশ নেওয়া ১ হাজার ৯৭৯ জনের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৮৭৬ জন। বাণিজ্যের ৬৮৩ পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৬১ জন এবং মানবিক বিভাগের ৪২৭ জনের মধ্যে ২০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পি রোজারিও বলেন, এবারের খাতা দেখার পদ্ধতি আমাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল। অধ্যক্ষ আরো বলেন, নটর ডেম কলেজে গ্রামের ও আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ভর্তির একটা সুযোগ থাকে। তাদের মধ্যে কেউ ভালো করে, কেউ খারাপ করে। অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রামের ও আদিবাসী শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি।

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ: এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে। গত বছর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ২ জন। এ বছর পেয়েছে ৭৮৯ জন। এবার কলেজটিতে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৪২ শতাংশ।

দুপুরে পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীরা উল্লাসে মেতে ওঠে। নেচে-গেয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। হঠাৎ বৃষ্টি নামলেও থেমে যায়নি শিক্ষার্থীদের উল্লাস। অভিভাবকরাও সন্তানের ফলে আনন্দ প্রকাশ করেন।

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আমিনুর রহমান খান বলেন, অপ্রত্যাশিতভাবে জিপিএ-৫ কমেছে। এমন ফলের প্রত্যাশা ছিল না। বাংলা বিষয়ে প্রশ্নে একটু সমস্যা হয়েছে। এছাড়া, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে ত্রুটির কারণেও এমনটি হতে পারে।

মো. আমিনুর রহমান খান বলেন, শিক্ষার্থীদের জিপিএ-৫ অর্জনে আমরা নিবিড় পরিচর্যা করি। আগামীতে আরো বেশি পরিচর্যা করা হবে। তিনি বলেন, এ বছর আমাদের কলেজ থেকে মোট ১ হাজার ৩৭০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এরমধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৮৯ জন। তাদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৮৭৫ জনের মধ্যে ৭২০ জন, ব্যবসায় শাখায় ৩৮৪ জনের মধ্যে ৪৭ জন এবং মানবিক বিভাগ থেকে ১১১ জনের মধ্যে ২২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

ভিকারুন নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ: এ বছর ভিকারুন নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসিতে সর্বমোট এক হাজার ৮২১ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৫৪ জন। এর মধ্যে বিজ্ঞান শাখা থেকে এক হাজার ২৮৮ জন অংশ নেয়। এ থেকে ৯২১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। তিনজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন কারণে পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। ব্যবসায় শাখা থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ২৯০ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩ জন।

> হাসি-গানে মুখরিত হয়ে ওঠে কলেজ আঙিনা। এ সময় আনন্দ প্রকাশ করেন শিক্ষক ও অভিভাবকরাও

অন্যদিকে, মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়েছে ২৪৩ জন। কিন্তু জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ১০ জন। প্রতিষ্ঠানটিতে তুলনামূলক মানবিক শাখায় ফলাফল খারাপ হয়েছে বলে মনে করছে শিক্ষার্থীরা। তবে জিপিএ-৫ কমলেও পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ৬২ শতাংশ। গত বছরের চেয়ে দশমিক তিন শতাংশ কম।

মানবিক শাখার শিক্ষার্থী তাহরিসা জেরির অভিযোগ, বিজ্ঞান শাখার চেয়ে মানবিক শাখায় প্রশ্ন ও উত্তরের ক্ষেত্রে লেখা অনেক বেশি। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা সব লেখা শেষ করতে পারে না। এ কারণে যে জিপিএ-৫ পাওয়ার আশা করেছিল, সে পেয়েছে জিপিএ-৪।

ভিকারুন নিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নাজনীন ফেরদৌস বলেন, জিপিএ কমলেও শিক্ষার মান বেড়েছে। দেশে ফলের অবস্থা শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো। দেশের মোট ফল বিবেচনায় আমরা সন্তুষ্ট।

মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ : এবার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৫০ ভাগ। এ বছর মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় মোট ১ হাজার ১৯৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৫৮ জন, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে ৩৩ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। অধ্যক্ষ মো. ওবায়দুল্লাহ্ নয়ন বলেন, প্রত্যাশা ছিল আমাদের শিক্ষার্থীরা আরো ভালো ফলাফল করবে। তবে সারাদেশে সামগ্রিক ফলাফল বিবেচনায় আমাদের ফলাফল ভালো হয়েছে।

মাইলস্টোন কলেজ : এবছর মাইলস্টোন কলেজ থেকে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে ১ হাজার ৮৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং ১ হাজার ৮৯৩ জন পাস করে। উভয় মাধ্যমে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং ইংরেজি মাধ্যমে পাসের হার শতভাগ। পাসকৃতদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে করে ৫৯১ জন। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ হাজার ২৯৭ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, পাসের হার শতভাগ। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৫১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ৫০৮ জন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৬০ শতাংশ। মানবিক বিভাগ থেকে ৮৮ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং পাসের হার শতভাগ।

মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. সহিদুল ইসলাম বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিবিড় মনোযোগ এবং অভিভাবকদের সহযোগিতা ছিল বলেই আমরা বরাবরের মতো এবারও এইচএসসিতে ভালো ফলের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছি।

ঢাকা সেনানিবাসস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফল ভালো

■ বিশেষ প্রতিনিধি

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। এছাড়াও, ঢাকা সেনানিবাসস্থ শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজও এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করেছে।

আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ : এ বছর সর্বমোট ২ হাজার ১৫৬ জন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। সর্বমোট ১ হাজার ১২১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগ হতে সর্বমোট ১ হাজার ৩৯৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৪৯ জন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ হতে ৫৮২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৯ জন এবং মানবিক বিভাগ হতে ১৮১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩ জন।

শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ : এবার এইচএসসিতে এই প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৮ জন। এদের মধ্যে সর্বমোট ৩৪৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। পাসের হার ৯৮ দশমিক ৮১ ভাগ। বিজ্ঞান বিভাগে ৫৯৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাসের হার শতভাগ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৩৯ জন ও ২৫২ জন এ গ্রেড পেয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ২৮২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাসের হার শতভাগ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ জন ও এ গ্রেড ২১৩ জন এবং মানবিক বিভাগ ১৩৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাসের হার ৯১ ভাগ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ জন ও ৪৯ জন এ গ্রেড পেয়েছে।